৬|৮|২০০৭

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮

যুগান্তর

পলিটেকনিকগুলোর দৈন্যদশা অধিদফতর চলছে ফ্রি-স্টাইলে

হাসান আরেফিন

দেশের কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর চলছে ফ্রি-স্টাইলে। কর্মকর্তাদের স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে দেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোতে চলছে দৈন্যদশা। অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। তদন্তও হচ্ছে কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। এই সুযোগে শিক্ষকদের মধ্যে চলছে দলাদলি ও গ্রুপিং। এতে কারিগরি শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নেমে যাচ্ছে নিম্ন পর্যায়ে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চলছে চরম হতাশা। পাশাপাশি অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট মহলে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র জানায়, দেশে বর্তমানে ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আছে। কারিগরি শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পুরনো ২০টি পলিটেকনিক আধুনিকায়ন এবং তিনটি মহিলা পলিটেকনিকসহ আরও ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ হাতে নেয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরকে নির্দেশ দেয়া হয়। অধিদফতরের সিদ্ধান্তহীনতা এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে পুরনো পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলো আধুনিকায়ন দূরে থাক নতুন ২৩টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে একটিও এ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত ২৩টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে এ যাবৎ মাত্র ১১টির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ছয়টির। এই ছয়টির কাজও বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষের আগে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সূত্র জানায়, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর চলছে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান। তিনি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকারের একজন নিকটাত্মীয়। বিএনপি সরকারের সময়ে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী বিসিএস টেকনিক্যাল এডুকেশন ক্যাডারের নিয়োগবিধির তোয়াক্কা না করে তাকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রেষণে নিয়োগ দেন। এর কয়েক দিন পরই কৌশলে তাকে ট্যাকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পদে বদলি করে আনেন। বর্তমান সরকার তাকে ১৯৯৮ সালে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেয়। প্রফেসর জিয়াউর রহমান মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে লবিং করে যাচ্ছেন সূত্র জানায়।

সূত্র জানায়, পলিটেকনিক : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

পলিটেকনিক : দৈন্যদশা

(৩ পৃষ্ঠার পর)

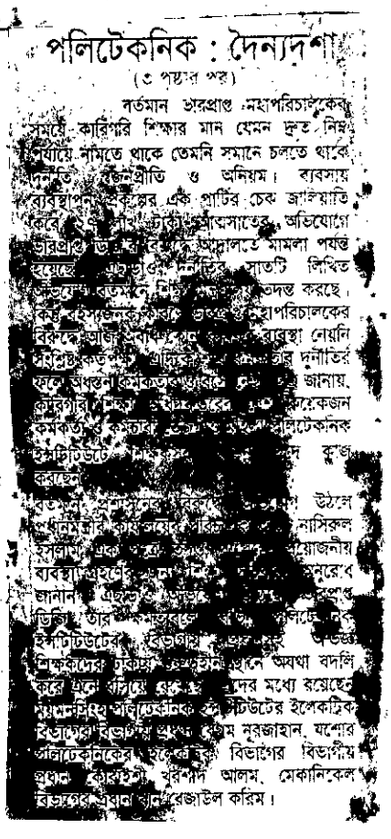

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের সময়ে কারিগরি শিক্ষার মান যেমন দ্রুত নিম্ন পর্যায়ে নামতে থাকে তেমনি সমানে চলতে থাকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের এক পার্টির চেক জালিয়াতি করে [illegible] টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ভারপ্রাপ্ত [illegible] বিরুদ্ধে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। [illegible] দুর্নীতির সাতটি লিখিত অভিযোগ বর্তমানে [illegible] তদন্ত করছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে আজ অবধি কোন [illegible] ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। [illegible] তার দুর্নীতির ফলে অধস্তন কর্মকর্তারাও [illegible] সূত্র জানায়, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের [illegible] কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী [illegible] পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে [illegible] পদে [illegible] করছেন।

বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে [illegible] উঠলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক [illegible] নাসিরুল ইসলাম এক পত্রে [illegible] প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য [illegible] অনুরোধ জানান। [illegible] ভিত্তিতে তার [illegible] বিভিন্ন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের বিভাগীয় [illegible] শিক্ষকদের [illegible] অযথা বদলি করে এনে বসিয়ে রেখেছে। [illegible] দের মধ্যে রয়েছেন ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বেগম নূরজাহান, যশোর পলিটেকনিকের [illegible] বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কোরাইশী খুরশীদ আলম, মেকানিক্যাল বিভাগের প্রধান [illegible] রেজাউল করিম।